একুশে পদক ২০২৪

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একুশে পদক ২০২৪

পদকপ্রাপ্ত কৃতীজনদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু **শেখ মুজিবুর রহমানের** প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা** এমপি

একুশে পদক ২০২৪

পদকপ্রাপ্ত কৃতীজনদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একুশে পদক ২০২৪

একুশে পদক ২০২৪

সার্বিক তত্ত্বাবধান
খলিল আহমদ
সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ
মুহম্মদ নূরুল হুদা, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি
হাসনা জাহান খানম, অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মোঃ আতাউর রহমান, যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ড. মোঃ হাসান কবীর, সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলা একাডেমি
আইরীন ফারজানা, উপসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মোঃ মনিরুজ্জামান, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমি প্রেস
রাজীব কুমার সাহা, কর্মকর্তা, অভিধান ও বিশ্বকোষ উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি

সহযোগিতায়
মোঃ সাজেদুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মোঃ ফরহাদ খান, উচ্চমান সহকারী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মোঃ আশেকুন নূর হোসাইন, কম্পিউটার অপারেটর (অনুষ্ঠান শাখা), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মোঃ সাইফুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি
আশরাফুজ্জামান (সুমন), বাংলা একাডেমি
মোঃ এমদাদ হোসেন খান, টেকনিক্যাল অ্যাসিসটেন্ট (ক্যাটালগার)

প্রকাশকাল : ২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪

মুদ্রণ : বাংলা একাডেমি প্রেস, ৩ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা ১০০০

সূচিপত্র

মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী	১১-১২
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী	১৩-১৪
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির বাণী	১৫-১৬
মন্ত্রিপরিষদ সচিবের বাণী	১৭-১৮
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের বাণী	১৯-২০
২০২৪ সালের একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজনদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	২১-৪৩
১৯৭৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজনদের ও প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা	৪৪-৯২
২০১৮-২০২৩ সাল পর্যন্ত একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানের কিছু আলোকচিত্র	৯৩-১০০

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

৭ই ফাল্গুন ১৪৩০
২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বাণী

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখায় দেশের যে সকল বিশিষ্ট গুণিজন 'একুশে পদক ২০২৪' পেয়েছেন আমি তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মাতৃভাষা প্রত্যেক জাতির অস্তিত্বের সাথে মিশে থাকা এক অনন্য সুন্দর অনুভূতি। বাংলা ভাষা প্রত্যেক বাঙালির অহংকার। মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর নেতৃত্ব দেন এবং কারাবরণ করেন। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী ভাষাশহিদ রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা শহিদদের। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ সকল ভাষাসংগ্রামীকে, যাঁদের দূরদৃষ্টি, অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি পায়।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশশাসিত ভারত ভেঙে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুই দেশের জন্ম হয়। হাজার কিলোমিটার দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা হলে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে। মূলত ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। আমাদের স্বাধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধে অমর একুশের অবিনাশী চেতনাই জুগিয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম

সাহস। ফেব্রুয়ারির রক্তঝরা পথ বেয়েই অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং সে ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে আসে বাঙালির চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৯৯ সালে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশির প্রাথমিক উদ্যোগ এবং সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এটি জাতি হিসেবে আমাদের একটি অন্যতম গৌরবময় অর্জন। মাতৃভাষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে আমাদের মাতৃভাষা দিবস আজ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মায়ের ভাষাকে সম্মান জানানোর উৎসবে পরিণত হয়েছে। এছাড়া ২০১০ সালে ইউনেস্কোর একদল ভাষাবিজ্ঞানীর দীর্ঘ গবেষণার পর পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রুতিমধুর ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে আমাদের মাতৃভাষা 'বাংলা'।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অমর একুশের চেতনা আজ অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস। তবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির যথাযথ চর্চা ও সংরক্ষণে আমাদের আরও যত্নবান হতে হবে। গুণিজন তৈরি করতে গুণের কদর করতে হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে গুণীদের প্রণোদনা দিতে সরকার একুশে পদকসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদক প্রদান করে থাকে। গুণিজনদের সম্মাননা প্রদান দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি ও সংস্কৃতির বিকাশে তাঁদের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি মনে করি। একুশে পদকে ভূষিত জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্মানিত করার মধ্য দিয়ে দেশে মেধা ও মননচর্চার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৭ই ফাল্গুন ১৪৩০
২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বাণী

প্রতি বছর মহান ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদগণের স্মরণে একুশে পদক প্রদান আমাদের সকলকে জাতীয়তাবোধের চেতনায় ভীষণভাবে উজ্জীবিত করে। যুগে যুগে অধিকারসচেতন বাঙালি জাতির বীরত্বগাথা লিপিবদ্ধ হয়েছে লড়াই-সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে অর্জনের ইতিহাসে। ভাষা আন্দোলনে বাঙালির আত্মত্যাগের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের যে লড়াই শুরু হয়, তারই ধারাবাহিকতায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনায় পূর্ব বাংলার মানুষ একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে সফলতা লাভ করে। আমরা পাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যে সকল বীর শহিদ আমাদের মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, আজ আমি তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দানকারী সে সময়ের তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল ভাষাসৈনিককে, যাঁদের দূরদর্শী ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে এবং চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের মা, মাটি ও মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা হয়েছে।

একুশের শহিদগণ যেমন জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, তেমনি দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সকল গুণিজন জাতির গর্ব ও অহংকার। যদিও প্রকৃত গুণিজন পুরস্কার বা সম্মাননার আশায় কাজ করেন না, তবু পুরস্কার-সম্মাননা জীবনের পথ চলায় নিরন্তর প্রেরণা জোগায়। একুশের চেতনাকে ধারণ করে দেশের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রাখছেন, তাঁদের

সকলের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমরা গৌরবময় একুশে পদক প্রদান করছি। ইতঃপূর্বে প্রতি বছর বাংলাদেশের অল্প সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে জাতীয় পর্যায়ে তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদকে ভূষিত করা হতো। পদকপ্রাপ্তদের সম্মানি অর্থের পরিমাণও ছিল যৎসামান্য। আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য ব্যক্তিদের পুরস্কার হিসেবে অর্থের পরিমাণ কয়েক দফা বৃদ্ধি করে গত ২০২০ সালে আমরা চার লাখ টাকায় উন্নীত করেছি। জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পর্যন্ত মোট ৫৬৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্বনামখ্যাত প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪ সালে আমরা মোট ২১ জন বিশিষ্ট নাগরিককে এই পদকের জন্য মনোনীত করেছি। এবারে আমরা ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রাখার জন্য দু'জন, ভাষা ও সাহিত্যে চারজন, শিল্পকলায় বারোজন, শিক্ষায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সমাজসেবায় দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই পদক প্রদান করছি। যাঁরা মরণোত্তর পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন তাঁদের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছি। আর যাঁরা আজ পুরস্কার গ্রহণ করছেন তাঁদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমরা জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে গত ১৫ বছরে দেশের আর্থ-সামাজিক খাতের প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেছি। বাংলাদেশকে আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোলমডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি। বর্তমানে আমরা ২০ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। আমাদের জনগণ, অর্থনীতি, সরকার ও সমাজ ব্যবস্থা পুরোটাই হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর। আমি আশা করি, এবারের একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণিজনের পথ অনুসরণ করে তরুণ প্রজন্ম জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বাঙালির গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

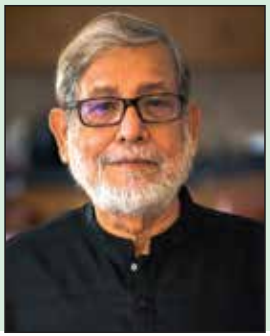

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি
সভাপতি
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

৭ই ফাল্গুন ১৪৩০
২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বাণী

একুশ আমাদের পরিচয়। একুশ মানে মাথা নত না করা। একুশ মানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে একাত্তরের দিকে বাঙালি জাতির রক্তিম অভিযাত্রা। ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবাহী মাস। মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাস। ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদদের স্মরণে রাষ্ট্রীয় একুশে পদক প্রদানের মাস। এ বছর যেসব গুণী মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের কৃতকর্মের জন্য একুশে পদকে ভূষিত হলেন, তাঁদের সকলের জন্য রইল প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ভাষাশহিদরা জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুণিজনরাও জাতির গর্ব ও অহংকার। বাংলাদেশের ভাষাসংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা, গবেষণা, সাংবাদিকতা, সমাজকর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখে সমাজ ও রাষ্ট্রকে কল্যাণের পথে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছর একুশে পদক প্রদান করা হয়।

এবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব গুণী ব্যক্তি একুশে পদকে ভূষিত হলেন, তাঁরা গুণ বিচারে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সমাজের প্রাগ্রসর মানুষ হিসেবে বিবেচিত। আমরা বিশ্বাস করি নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানে আমাদের দেশ ও জাতি সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁদের এই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পরবর্তী প্রজন্মকে নতুন কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে–এই পদকের সার্থকতা সেখানেই নিহিত।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এমপি পুরস্কারপ্রাপ্ত গুণিজনদের হাতে একুশে পদক তুলে দিবেন। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশিত হচ্ছে। জেনে আমি আনন্দিত। পদকপ্রাপ্ত গুণীদের পরিচিতিমূলক এই প্রকাশনা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অনন্য দলিল।

এই পুস্তিকার সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। সফলতা কামনা করি যাবতীয় আয়োজনের। একুশে পদক ২০২৪-এ ভূষিত গুণিজনদের প্রতি আবার শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।

শহিদ স্মৃতি অমর হোক

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

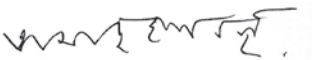

আসাদুজ্জামান নূর এমপি

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৭ই ফাল্গুন ১৪৩০
২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বাণী

বাঙালির ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি অনন্য ঘটনা। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানি শাসকদের চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছিল বাঙালি ছাত্র-জনতা। ঢাকার রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে তাঁরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাই বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতিসত্তা ও অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বায়ান্ন থেকে একাত্তর আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মাতৃভাষা বাংলার জন্য জীবন উৎসর্গ বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ও সুনিপুণ নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে দীর্ঘ আন্দোলনসংগ্রামের পথ পেরিয়ে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হতে চলেছে উন্নত 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত আগ্রহ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের কারণে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে।

অমর একুশে বাঙালির জাতীয় জীবনে চেতনা ও প্রেরণার অনন্য উৎস। একুশে পদক একটি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, ভাষাচর্চা, সাহিত্যচর্চা, শিল্পকলা, শিক্ষা, গবেষণা, সাংবাদিকতা, অর্থনীতিচর্চা, সমাজকর্ম প্রভৃতি কল্যাণকর ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে একুশে পদক প্রদান করা হয়।

অমর একুশের ভাষাশহিদদের স্মরণে প্রবর্তিত আজকের একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ভাষাশহিদদের, যাঁরা সেদিন রাজপথে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। বিনীত শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি প্রয়াত ও জীবিত সকল ভাষাসৈনিককে।

এবার যাঁরা জাতীয় একুশে পদকে সম্মানিত হলেন তাঁরা গুণ বিচারে সমাজের প্রাগ্রসর মানুষ হিসেবে বিবেচিত। নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানে আমাদের দেশ ও জাতি সমৃদ্ধ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় এই স্বীকৃতি পরবর্তী প্রজন্মকে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে। ২০২৪ সালের একুশে পদকপ্রাপ্ত সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

আমি 'একুশে পদক ২০২৪' প্রদান অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মাহবুব হোসেন

খলিল আহমদ
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৭ই ফাল্গুন ১৪৩০
২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বাণী

মহান ভাষা আন্দোলন বাঙালির জীবনে সবচেয়ে তাৎপর্যময় ঘটনা। ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতি জাতীয় চেতনায় সিক্ত হয়েছিল। একুশে চেতনার প্রসারিত প্রভাব থেকেই মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যেমন রয়েছে কেন্দ্রীয় ভূমিকা তেমনি একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভের পেছনে রয়েছে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিবিড় প্রচেষ্টা। বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার রক্ষার জন্য এদেশের তরুণেরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের সে ত্যাগ আজ কেবল বাংলা ভাষা নয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বের প্রতিটি ভাষার সুরক্ষার জন্য কাজ করছে। প্রতিনিয়ত বিশ্বের বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বহু ভাষা। ভাষাসৈনিকদের আত্মত্যাগ বিশ্বের ভাষা-বৈচিত্র্য রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বাঙালি হিসেবে এটি আমাদের গর্বের বিষয়।

ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে প্রজন্ম পরম্পরায় জাগিয়ে রাখতে এবং আরও শানিত করে তুলতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের প্রদান করা হয় একুশে পদক। বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষাকে ঋদ্ধ করতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য যাঁরা 'একুশে পদক ২০২৪' পেলেন তাঁদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এ মহতী প্রচেষ্টা পরবর্তী প্রজন্মকে দেশ গঠনে অবদান রাখতে উদ্যোগী করে তুলবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। অর্থনীতির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাঁর অবদান নজিরবিহীন। একজন সংস্কৃতিমনস্ক বিদগ্ধ লেখক হিসেবে অগ্রগামী প্রবীণদের সম্মান প্রদানে একইসঙ্গে

তরুণদের অনুপ্রাণিত করতে তিনি অনন্য। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ এবং বিশ্বদরবারে অনুকরণীয় হয়ে উঠবে, আজকের বাংলাদেশ সে বার্তাই দিচ্ছে।

সকলের জন্য শুভকামনা।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

খলিল আহমদ

২০২৪ সালের একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজনদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মৌ. আশরাফুদ্দীন আহমদ (মরণোত্তর)

মহান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক মৌ. আশরাফুদ্দীন আহমদ ১৯৪৯ সালে কিশোরগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রথম এডহক কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৫১ সালে পূর্ণাঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে তিনি এই কমিটির সভাপতি হন। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে ছাত্র-জনতার মাঝে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও তিনি মিছিল-সমাবেশ সংগঠিত করেন এবং ঐতিহাসিক রথখলা ময়দানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি হুলিয়া নিয়ে কিছুদিন পলাতক থাকায় তাঁর কর্মস্থল রামানন্দ হাইস্কুলে অনুপস্থিত থাকেন। এসডিও'র নির্দেশে প্রধান শিক্ষক তাঁকে মুচলেকা দিয়ে স্কুলে যোগদান করার কথা বললে তিনি পদত্যাগ করে অন্য স্কুলে চলে যান। সারাজীবন তিনি প্রগতিশীল রাজনীতি, বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও প্রচলন, সদাচারী সংস্কৃতি ও জীবনায়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং কারাবরণ করেন। ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠিত হওয়ার পর কিশোরগঞ্জ সদর আসন থেকে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে তিনি আজীবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ভাষা আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মৌ. আশরাফুদ্দীন আহমদকে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক' (মরণোত্তর)-এ ভূষিত করা হলো।

বীর মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী মিয়া (মরণোত্তর)

বীর মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী মিয়া ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্র-জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চক্ষুশূলে পরিণত হয়ে গ্রেফতার হন এবং দীর্ঘ নয় মাস কারাবরণ করেন। বাংলা ভাষাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সকল আন্দোলনে জীবন বাজি রেখে অংশগ্রহণ করেন এবং গৌরীপুরের ছাত্র-জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষার আন্দোলনকে বেগবান করতে গৌরীপুর রাজেন্দ্র কিশোর উচ্চ বিদ্যালয় ও রামগোপালপুর পি.জে.কে. উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ধর্মঘট পালন করেন এবং বিভিন্ন এলাকায় জনগণকে একত্র করে প্রতিদিনই মিছিল-মিটিং করতেন। ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে গৌরীপুর বাজার ময়দানে ইট সাজিয়ে লাল সালু কাপড়ে ঢেকে প্রতীকী শহিদ মিনার গড়ে তাতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। ১৯৭২ সালে গণপরিষদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে স্বাক্ষর করেন।

ভাষা আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী মিয়াকে ২০২৪ সালের ‘একুশে পদক’ (মরণোত্তর)-এ ভূষিত করা হলো।

জালাল উদ্দীন খাঁ (মরণোত্তর)

জালাল উদ্দীন খাঁ বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে গান রচনা ও পরিবেশন শুরু করেন। তিনি আমৃত্যু সে চর্চা অব্যাহত রাখেন। তিনি 'জালালগীতিকা' নামে চার খণ্ডে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর গান সুফি ভাবধারা, লৌকিক যুক্তিবাদ ও তত্ত্বদর্শনে সমৃদ্ধ। তাঁর ভাটিয়ালি এবং বিরহের গানও হৃদয়স্পর্শী। ২০০৫ সালে তাঁর ৭০২টি গান সংকলিত করে মনস্বী লেখক অধ্যাপক যতীন সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'জালালগীতিকা সমগ্র'। 'বিশ্বরহস্য' নামে জালাল উদ্দীন খাঁর একটি তত্ত্বমূলক প্রবন্ধের বইও রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা গবেষক সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বাংলা দেহতত্ত্বের গান' (১৯৯০) ও 'জনপদাবলি' (২০০১) নামক দুটি বইয়ে জালালের ২৩টি গান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জালালের অবদানের গুরুত্ব অনুধাবন করে 'বাংলা একাডেমি জীবনী গ্রন্থমালা সিরিজে'র অধীনে 'জালালউদ্দীন খাঁ' (১৯৯০) নামে মোহাম্মদ আজিজুল হক চৌধুরীর লেখা একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বরেণ্য কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদ, আবদুল আলীম এবং আরও অনেকেই জালাল উদ্দীন খাঁর গান বেতার-টিভিতে পরিবেশন করেছেন। সুপরিচিত এসব গানের মধ্যে রয়েছে : ১. ও আমার দরদি – আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নায়ে চড়তাম না; ২. আরে ও ভাটিয়াল গাঙ্গের নাইয়া/ঠাকু ভাইরে কইও আমায় নাইয়র নিত আইয়া; ৩. আরে ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি – এই ঘাটে লাগাইয়া নাও নির্ঘুম কথা কইয়া যাও শুনি; ৪. সেই পাড়ে তোর বসতবাড়ি, এই পাড়ে তোর বাসা/ভব-দরিয়া পাড়ি দিতে কেমনে করলে আশা রে; ৫. দয়াল মুর্শিদের বাজারে কেউ করিছে বেচাকেনা, কেহ কাঁদে রাস্তায় পড়ে প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি আরও অনেক জননন্দিত গানের রচয়িতা।

শিল্পকলায় (সংগীত) গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জালাল উদ্দীন খাঁকে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক' (মরণোত্তর)-এ ভূষিত করা হলো।

বীর মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণী ঘোষ

বীর মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণী ঘোষ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম শব্দসৈনিক। তিনি বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিশেষ গ্রেডের সংগীতশিল্পী। তিনি বিবিসি (রেডিও ও টেলিভিশন), ভয়েস অব আমেরিকা ও আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে সংগীত পরিবেশন করেন। বিবিসি রেডিও থেকে তিনি খবর পাঠ করেন। চলচ্চিত্রেও তিনি কণ্ঠদান করেছেন। তিনি ৬১ বছর যাবৎ বাংলাদেশ বেতার, মঞ্চ ও টেলিভিশনে সংগীত পরিবেশন করছেন। স্কুল ও কলেজ জীবনে প্রচুর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সংগীত পরিষদ আয়োজিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্যামা', 'কালমৃগয়া', 'বাল্মিকী প্রতিভা', 'মায়ার খেলা', 'বসন্ত', 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা' প্রভৃতি গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সংগীতে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছাড়াও কল্যাণী ঘোষ তার পরিচালনায় 'বাংলাদেশ তরুণ শিল্পী গোষ্ঠী' গঠন করে বাংলাদেশের ২৫-৩০ জন শিল্পী নিয়ে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে, শরণার্থী শিবিরে বাংলাদেশের সপক্ষে জনমত গঠনের লক্ষ্যে সংগীত পরিবেশন করেন। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৩ সালে কল্যাণী ঘোষ বাংলা ভাষার উন্নয়নকল্পে গবেষণার কাজে বাংলা একাডেমিতে যোগদান করেন এবং বাংলা একাডেমির বিভিন্ন বিভাগে সুনামের সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করে ২০০৪ সালে উপপরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। বাংলা একাডেমি থেকে তাঁর বেশ ক'টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান', 'গণসংগীত', 'ছোটদের অভিধান' (সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবর্গের অন্যতম) প্রভৃতি। দেশ-বিদেশে সরকারি-বেসরকারিভাবে কল্যাণী ঘোষ অসংখ্য সংবর্ধনা এবং সম্মাননা পেয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সংগীত সংহতি সম্মেলন স্মারক, কলকাতা; দি এশিয়ান কালচারাল একাডেমি পুরস্কার, ক্যালিফোর্নিয়া; বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রেস্ট; মুক্তিযুদ্ধ উৎসব ২০০১ পুরস্কার, আগরতলা প্রভৃতি।

শিল্পকলায় (সংগীত) গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণী ঘোষকে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

বিদিত লাল দাস (মরণোত্তর)

বিদিত লাল দাস একজন মরমি শিল্পী এবং সুরকার। তাঁর পিতা বিশিষ্ট পাখোয়াজ বাদক এবং মা ভালো সেতার বাজাতেন। তিনি সুরসাগর প্রাণেশ দাস, ওস্তাদ পরেশ চক্রবর্তী এবং ওস্তাদ ফুল মোহাম্মদের কাছে গানের তালিম নেন। তিনি ১৯৬২ সালে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে যোগ দেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে তিনি অনেক মরমি কবির গান সংগ্রহ করে সুর করেন এবং সুবীর নন্দী, আরতি ধর, হিমাংশু গোস্বামী, রামকানাই দাস প্রমুখ শিল্পীদের নিয়ে একটি লোকগানের দল গঠন করেন। বিটিভিতে 'বর্ণালী' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি সিলেট অঞ্চলের লোকসংগীতকে জাতীয় মাধ্যমে তুলে ধরেন। তাঁর সুরারোপিত গানে বাংলাদেশের অনেক স্বনামধন্য কণ্ঠশিল্পী যেমন সাবিনা ইয়াসমিন, রুনা লায়লা, মলয় কুমার গাঙ্গুলী, সুবীর নন্দী, সৈয়দ আব্দুল হাদী, এন্ড্রু কিশোর প্রমুখ শিল্পীরা কণ্ঠ দেন। তাঁর সুরারোপিত অজস্র গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : 'আমি কেমন করে পত্র লিখিরে বন্ধু', 'মরিলে কান্দিস না আমার দায় রে যাদুধন', 'সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী' (রূপকার), 'ভ্রমর কইয়ো গিয়া', 'প্রেমের মরা জলে ডোবে না' প্রভৃতি। সংগীতের পাশাপাশি তিনি বেশ ক'টি নাটক ও নৃত্যনাট্যও পরিচালনা করেছেন। নাটকে তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দেশবরেণ্য সংগীত পরিচালক সুজেয় শ্যাম। তিনি ভারতীয় লোক সংবর্ধনা, সিলেট লোকসংগীত পরিষদ পুরস্কার, নজরুল একাডেমি পুরস্কার, হাসন রাজা পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

শিল্পকলায় (সংগীত) গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিদিত লাল দাসকে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক' (মরণোত্তর)-এ ভূষিত করা হলো।

এন্ড্রু কিশোর (মরণোত্তর)

এন্ড্রু কিশোর বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান কণ্ঠশিল্পী। প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকারদের অনেক অমর সৃষ্টির কণ্ঠশিল্পী হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। এন্ড্রু কিশোর রাজশাহীর বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ মরহুম ওস্তাদ আব্দুল আজিজ বাচ্চুর অধীনে ছোটোবেলা থেকেই সংগীতচর্চা করেন এবং ১৯৬৫ সালে শিশুশিল্পী হিসেবে রাজশাহী বেতার থেকে সংগীত পরিবেশন করেন। এন্ড্রু কিশোর তদানীন্তন রাজশাহী বেতারের সংগীত পরিচালক ও গায়ক এএইচএম রফিকের পরামর্শে ১৯৭৮ সালে ঢাকায় চলে আসেন এবং সংগীতজগতের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। তিনি ১৯৮০ সাল থেকেই বিটিভি এবং চলচ্চিত্রশিল্পের প্লেব্যাক শিল্পী। বাংলাদেশের প্রখ্যাত সংগীত পরিচালকবর্গসহ উপমহাদেশের বিখ্যাত সংগীত পরিচালক আর ডি বর্মণ-এর সংগীত পরিচালনায় গান গেয়েছেন এন্ড্রু কিশোর। ১৯৭৮ সালে এন্ড্রু কিশোরের চলচ্চিত্রের গানে পথচলা শুরু হয়। তিনি ১৯৮২ সালে উপমহাদেশের বিখ্যাত সুরকার আর. ডি. বর্মণের সুরে বাংলা ছবি 'বিরোধ' এবং হিন্দি ছবি 'শত্রু'তে প্লেব্যাক শিল্পী হিসেবে গান করেন। ১৯৮২ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। ১৯৮২ সালে তিনি 'বড় ভালো লোক ছিল' চলচ্চিত্রের 'হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস' গানের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরুষ কণ্ঠশিল্পী বিভাগে প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। এরপর তিনি ১৯৮৭ সালে 'সারেন্ডার', ১৯৮৯ সালে 'ক্ষতিপূরণ', ১৯৯১ সালে 'পদ্মা মেঘনা যমুনা', ১৯৯৬ সালে 'কবুল', ২০০০ সালে 'আজ গায়ে হলুদ', ২০০৭ সালে 'সাজঘর' ও ২০০৮ সালে 'কি যাদু করিলা' চলচ্চিত্রের গানের জন্য আরও সাতবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া তিনি তিনবার বাচসাস পুরস্কার ও দু'বার মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন।

শিল্পকলায় (সংগীত) গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এন্ড্রু কিশোরকে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক' (মরণোত্তর)-এ ভূষিত করা হলো।

শুভ্র দেব

শুভ্র দেব ১৯৭৭ সালে সংগীতে জাতীয় শিশু পুরস্কার অর্জন করার পর ১৯৮৪ সালে তাঁর প্রথম মিউজিক্যাল অ্যালবাম 'হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা' ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 'নীল চাঁদোয়া', 'এ মন আমার পাথর তো নয়', 'যে বাঁশি ভেঙ্গে গেছে', 'হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা', 'মরণ যদি হয়', 'সাদা কাগজের পাতায় পাতায়', 'তুমি তাকালে এ চোখে' প্রভৃতি তাঁর দর্শকনন্দিত গান। বিশ্বে তিনি প্রথম ক্রিকেট থিম সংগীতের প্রবর্তক। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ১৯৯৮ সালে মিনি বিশ্বকাপ ক্রিকেটের থিম সং-এর শিল্পী ও সুরকার। ১৯৯৯ সালে 'গুডলাক বাংলাদেশ গুডলাক' গানটির সুরকার ও গায়ক। বিশ্বকাপে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো যখন পাকিস্তানকে হারায় তখন এই গান গেয়ে রাস্তায় মিছিল বের হয় ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। বলিউড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডে এ. আর. রহমান, হোজে ফেলিসিয়ানো, পণ্ডিত সুব্রামানিয়াম, লাকী আলী, কবিতা কৃষ্ণমূর্তিসহ আরও অসংখ্য গুণী শিল্পীদের সঙ্গে সংগীত পরিবেশন করেছেন। শুভ্র দেব ক্রিকেট, ফুটবল, গল্‌ফ, আর্চারিসহ থিম সংগীতের গায়ক হিসেবে সমাদৃত হয়েছেন। শুভ্রদেব রচিত ও সুরারোপিত এসিড সার্ভাইভাল ফাউন্ডেশনের থিম সংগীত 'সৎ মানুষ কখনো এসিড ছোড়ে না' BBC Asia Today-তে ২০০০ সালে প্রচারিত হয়। তিনি ১৯৯৪ সালে ভারতের মুম্বাইয়ে আমির খান ও ঐশ্বরিয়া রাইয়ের সঙ্গে একটি কোম্পানির শুভেচ্ছদূত নিযুক্ত হন। শুভ্র দেব জাতীয় শিশু পুরস্কার, মাদার তেরেসা পুরস্কার, গৌরীপ্রসন্ন স্মৃতি পুরস্কার, বেঙ্গল ইউথ পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

শিল্পকলায় (সংগীত) গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শুভ্র দেবকে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

শিবলী মোহাম্মদ

শিবলী মোহাম্মদ এ দেশের অসংখ্য পুরুষ নৃত্যশিল্পীদের নৃত্যশিল্পে উৎসাহিত করেছেন। এই উপমহাদেশের প্রখ্যাত গুরু পণ্ডিত বীরজু মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় আজ বাংলাদেশে কত্থক নৃত্য বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ কত্থক নৃত্যের শিক্ষাদানে নিষ্ঠার সঙ্গে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছেন। তাঁর সহস্রাধিক শিক্ষার্থী আজ সারা বিশ্বে নিজেদের শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাঁর এই বিশেষ কর্মযজ্ঞ এ দেশের নৃত্যকলাকে একটি উল্লেখযোগ্য জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে চাকুরিরত ছিলেন। এ ছাড়াও বিগত ১২ বছর যাবৎ বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'তারানা' নামক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অসংখ্য মেধাবী নৃত্যশিল্পীদের তুলে এনেছেন। তাঁর পিতা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ মোহাম্মদপুরে নির্মমভাবে শহিদ হন। তাঁর রত্নগর্ভা মা জেবুননেছা সলিমুল্লাহ্‌র কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আজ তিনি এ পর্যায়ে এসেছেন। তাঁর পিতার নামেই মোহাম্মদপুরে সলিমুল্লাহ্ সড়কের নামকরণ করা হয়। পেশাগত জীবনে নৃত্যশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিল্পকলা পদক ২০২১, ইউনেস্কো পুরস্কার ১৯৮৮, 'চ্যানেল আই' আজীবন সম্মাননা ২০১০, জর্জ হ্যারিসন পুরস্কার (নিউইয়র্ক) ২০০৫, বাচসাস পুরস্কার ১৯৯৫ প্রভৃতি।

শিল্পকলায় (নৃত্যকলা) গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শিবলী মোহাম্মদকে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

ডলি জহুর

ডলি জহুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন ১৯৭৪ সালে 'নাট্যচক্র' নাট্যগোষ্ঠীতে অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে এবং ১৯৭৭ সালে 'মানিক রতন' নাটকের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিভিশনে অভিনয় শুরু করেন। তাঁর অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র 'অসাধারণ'। নাট্যচক্রে তাঁর অভিনীত প্রথম মঞ্চনাটক 'লেট দেয়ার বি লাইট'। 'নবান্ন' নাটকে তিনি বঙ্গবন্ধু-তনয় শেখ কামালের সঙ্গে অভিনয় করেন এবং যুক্ত হন 'কত্থক' নাট্যগোষ্ঠীতে। বাংলা থিয়েটারের প্রযোজনায় 'মানুষ' নাটকটির মঞ্চায়নের সূত্রে ভারত, ইতালি ও ফ্রান্স ভ্রমণ করেন। আরণ্যকের 'ময়ূর সিংহাসন' ও 'ইবলিস' নাটকটি তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। বাংলাদেশ টেলিভিশনে তাঁর অসংখ্য জনপ্রিয় নাটক প্রচারিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'দিন রাত্রির খেলা', 'বাবার কলম কোথায়', 'সুখের উপমা', 'এইসব দিনরাত্রি', 'নান্দাইলের ইউনুস', 'ইতি আমার বোন', 'কুসুম' অন্যতম। এছাড়া শর্টফিল্ম 'জননী'তে অভিনয় তাঁর অভিনয়জগতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। হুমায়ূন আহমেদ রচিত 'শঙ্খনীল কারাগার' উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত একই নামে চলচ্চিত্র এবং 'আগুনের পরশমণি' চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। 'শঙ্খনীল কারাগার' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি প্রথমবারের মতো শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে ১৯৯২ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। এছাড়া ২০০৬ সালে তিনি 'ঘানি' চলচ্চিত্রে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। তাঁর অভিনীত চলচ্চিত্রের মধ্যে অন্যতম–'বিক্ষোভ', 'দীপু নাম্বার টু', 'আনন্দ অশ্রু', 'বাবা কেন চাকর', 'স্বপ্নের নায়ক', 'শ্বশুরবাড়ী জিন্দাবাদ', 'রং নাম্বার', 'দারুচিনি দ্বীপ' প্রভৃতি। ২০২১ সালে চলচ্চিত্রে অসামান্য অবদান রাখার জন্য তাঁকে জাতীয় চলচ্চিত্রে 'আজীবন সম্মাননা' পুরস্কার প্রদান করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে, মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং তৎপরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে তিনি দেশের সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

শিল্পকলায় (অভিনয়) গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ডলি জহুরকে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

এম. এ. আলমগীর

চিত্রনায়ক এম. এ. আলমগীর বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক। তিনি ছাত্রাবস্থায় ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন নিজ উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন ক্যাম্পে মুক্তিবাহিনীর মধ্যে খাবার বিতরণ এবং কণ্ঠসৈনিক হিসেবে তিনি তাঁদেরকে উজ্জীবিত করেছেন। ১৯৭২ সালের ২৪শে জুন আলমগীর কুমকুম পরিচালিত 'আমার জন্মভূমি' চলচ্চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি প্রায় ২৩০টি চলচ্চিত্রে প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি ১৫টি ছবি প্রযোজনা এবং ৬টি ছবি পরিচালনা করেছেন। কলকাতায় প্রায় ১০-১২টি চলচ্চিত্রে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এইডস-এর উপর সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউএনডিপি-তে চার বছর শুভেচ্ছাদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি এবং তিনি দু'বার চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। চলচ্চিত্রে আজীবন সম্মাননা পুরস্কারসহ সুদীর্ঘ সময়ে অভিনয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি সাতবার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (প্রধান চরিত্র) এবং দু'বার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (পার্শ্ব চরিত্র) পুরস্কার অর্জন করেন। এছাড়াও দেশের বাইরে কলকাতার উত্তমকুমার পুরস্কার, কলকাতার কালাকার পুরস্কার, কলকাতার বেঙ্গল ফিল্ম এন্ড কমার্স পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। সুদীর্ঘ ৪৮ বছরের অভিনয় দক্ষতা, বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনি আজ দেশবিদেশের প্রতিটি বাঙালির কাছে হয়ে উঠেছেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

শিল্পকলায় (অভিনয়) গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এম. এ. আলমগীরকে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

খান মোঃ মুস্তাফা ওয়ালীদ (শিমুল মুস্তাফা)

শিমুল মুস্তাফা শুধুই একজন বাচিকশিল্পী নন, একইসঙ্গে নিবেদিতপ্রাণ একজন দেশপ্রেমিক। বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তাঁর আবৃত্তির নেশা। আশির দশকের শুরুতে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় থেকে তিনি আবৃত্তিচর্চা শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুকে ধারণ করে একজন আবৃত্তিশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি কবিতাকে আঁকড়ে ধরেন। আবৃত্তির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করেছেন, দাঁড়িয়েছেন অসহায় মানুষের পাশে, তৈরি করেছেন প্রতিবাদের ভাষা। আবৃত্তিতে তৈরি করেছেন নিজস্ব ঢং। পাশাপাশি দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি এবং প্রমিত উচ্চারণ শিক্ষাদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'শিমুলের পাঠশালা'। আবৃত্তিকে জনমানুষের কাছে পৌঁছে দিতে শিমুল মুস্তাফার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা, মূল্যবোধ আর দেশপ্রেমের কবিতায় তাঁর দৃপ্ত উচ্চারণ অনুরণিত করে সর্বস্তরের শিল্পপ্রেমীদের। তাঁর নির্ভীক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর আজও মানুষকে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত করে। মঞ্চে শিমুল মুস্তাফা কখনো দেশপ্রেম, প্রেম বা দ্রোহ, কখনো প্রকৃতি, আবার কখনো ইতিহাস-আশ্রিত কাব্যপঙ্‌ক্তিতে মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন করেন শ্রোতাদের। বর্তমান প্রজন্মকে সৃজনশীল ও প্রগতির আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে শিমুল মুস্তাফার দরাজ কণ্ঠনিঃসৃত উচ্চারণ দীপ্তশিখার মতো। শিমুল মুস্তাফার ভাষায় 'আবৃত্তি কণ্ঠের শিল্প নয় মস্তিষ্কের শিল্প। আমার মস্তিষ্কে যে বোধ এবং দৃশ্যপট তৈরি হচ্ছে, সেটাই আমি কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ করি।' এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৪১টির মতো আবৃত্তির ক্যাসেট এবং ২০টির মতো আবৃত্তির সিডি প্রকাশ পেয়েছে। এ ছাড়া তিনি আবৃত্তি প্রশিক্ষক ও সংগঠক হিসেবে কাজ করছেন। শিল্পীজীবনে তিনি পেয়েছেন মানুষের অফুরন্ত ভালোবাসা এবং বহু পুরস্কার-সম্মাননা। তাঁর মধ্যে গীতালি পুরস্কার ১৯৯১-১৯৯২, রুদ্র পদক, গোলাম মুস্তাফা পদক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শিল্পকলায় (আবৃত্তি) গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ খান মোঃ মুস্তাফা ওয়ালীদ (শিমুল মুস্তাফা)-কে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

রূপা চক্রবর্তী

রূপা চক্রবর্তী ১৯৮৫ সালে গঠিত আবৃত্তি সংগঠন 'স্বনন'-এর প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক। তিনি বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি প্রায় সকল টেলিভিশনের একজন নিয়মিত আবৃত্তিশিল্পী। প্রযোজনাভিত্তিক আবৃত্তি অনুষ্ঠান, আন্তঃস্কুল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, 'ঠাকুরমার ঝুলি' রূপকথার প্রযোজনাভিত্তিক আবৃত্তির রূপকার তিনি। আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে তরুণদের সঠিক উচ্চারণ, রূপ ও পদ্ধতির সঙ্গে তিনি পরিচয় করিয়েছেন। আবৃত্তিশিল্পে অবদানের জন্য আবৃত্তি পদক প্রচলন করেছেন ১৯৮৮ সালে। তিন দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক আবৃত্তি উৎসবের প্রচলন করেছেন ১৯৮৮ সাল থেকে। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর একক আবৃত্তির ক্যাসেট 'আমি নারী'। স্বননের শিশু ও তরুণদের দিয়ে নিয়মিত ক্যাসেট ও অ্যালবাম প্রকাশ করেছেন তিনি। ওয়ান ইলেভেনের সময় লন্ডন থেকে প্রকাশিত আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা কয়েকটি গান 'জননেত্রীর মুক্তি চাই' অ্যালবামে ধারাভাষ্য পাঠ করেন রূপা চক্রবর্তী। ২০২২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা তিনটি গ্রন্থের নির্বাচিত অংশের আবৃত্তির সঙ্গে কোরিওগ্রাফি যুক্ত করে নৃত্যের সঙ্গে আবৃত্তির মিলন ঘটিয়ে শিল্পের গভীরতা ও বহুমাত্রিকতাকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। করোনাকালে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে 'বাঙালির শুদ্ধ নাম শেখ মুজিবুর রহমান' শিরোনামে অসামান্য সব অনুষ্ঠান করে তিনি সর্বমহলে নন্দিত হয়েছেন। এই একই সময়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একক আবৃত্তিশিল্পীদের একটি জোট বাংলাদেশ আবৃত্তিশিল্পী সংসদ। আবৃত্তিশিল্পের বিকাশ ও চর্চায় তিন প্রজন্মের শিল্পীদের একত্র করার গৌরবও তাঁরই। তাঁর এই সংগ্রামী শিল্পীজীবনে তিনি অগণিত পুরস্কার-সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ট্র্যাব মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড বিশেষ সম্মাননা, শিক্ষাগুরু সম্মাননা, কবি কুসুমকুমারী দাশ পদক, গুণিজন সম্মাননা ও গোলাম মুস্তাফা আবৃত্তি পদক।

শিল্পকলায় (আবৃত্তি) গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রূপা চক্রবর্তীকে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

শাহজাহান আহমেদ বিকাশ

শাহজাহান আহমেদ বিকাশ একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। তৎকালীন চারুকলা ইনস্টিটিউটে ১৯৯৪ সালের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে শাহজাহান আহমেদ বিকাশের একই ক্যানভাসে আঁকা অনেকগুলো মানুষের মুখাবয়ব সকলের নজর কাড়ে। প্রতিকৃতি আঁকার ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। তিনি তাঁর চিত্রকর্ম এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে চিত্রশিল্পী জনাব শাহাবুদ্দিন আহমেদের সংস্পর্শে আসেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবন ও দর্শন নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব : মহাজীবনের পট' শিরোনামে দেশের সর্ববৃহৎ স্ক্রল পেইন্টিং করেন। ২০০০ সালের পূর্বে ভাষাশহিদ সালামের কোনো ছবি ছিল না। দেশের প্রখ্যাত প্রতিকৃতি আঁকিয়েদের সমন্বয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'তে অনুষ্ঠিত হয় সালামের পরিবারের সদস্যদের মুখে বর্ণনা শুনে ভাষাশহিদ সালামের ছবি আঁকার কর্মশালা। এই কর্মশালায় শাহজাহান আহমেদ বিকাশের আঁকা সালামের প্রতিকৃতিটি সালামের ছোটো ভাই ও বোন মূলানুগ ছবিরূপে শনাক্ত করেন। এই ছবিটিই ভাষাশহিদ সালামের একমাত্র ছবি হিসেবে সর্বস্তরে ব্যবহার হচ্ছে। বর্তমানে অঙ্কিত মূল ছবিটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। চিত্রশিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক পুরস্কার ২০০১; অনারেবল অ্যাওয়ার্ড ২০১৮, জাপান; গাইমু দাইজিন পুরস্কার ২০১৭, জাপান প্রভৃতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

শিল্পকলায় (চিত্রকলা) গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শাহজাহান আহমেদ বিকাশকে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

শিল্পকলা (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও আর্কাইভিং)

কাওসার চৌধুরী

দেশের মানুষ বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের তরুণদের সামনে আমাদের স্বাধীনতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে কাওসার চৌধুরী নিজস্ব অর্থায়নে মহান মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ২০টি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি অডিও-ভিজ্যুয়াল আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেখানে মহান মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আর্কাইভাল-ভ্যালুসম্পন্ন ফুটেজ সংরক্ষিত রয়েছে। এর পাশাপাশি সংরক্ষণে রয়েছে জাতীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে কিংবদন্তিসম মানুষের যাপিত জীবন ও কথনের প্রতিচ্ছবি। তিনি মাত্র ষোলো বছর বয়সে এক নম্বর সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। প্রথমে মহেশখালীর মাতারবাড়িতে এবং পরে খাগড়াছড়ির রামগড়ে মুক্তিযুদ্ধ করেন। নির্মাতা হিসেবে তাঁর ক্যামেরায়, মননে, মগজে, মজ্জায়–বঙ্গবন্ধু, দেশ-মাটি-মানুষ, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শিক জঙ্গমতায় প্রোজ্জ্বল। ২০০৩ সালে তাঁর পরিচালিত এবং প্রযোজিত প্রামাণ্যচিত্র 'সেই রাতের কথা বলতে এসেছি' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ ইনস্টিটিউটে রেফারেন্স ফিল্ম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ প্রামাণ্যচিত্রের জন্য তিনি দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০০৩, নেপাল অর্জন করেন। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তিনি 'বধ্যভূমিতে একদিন' পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান লাভ করেন। এই প্রামাণ্যচিত্রের জন্য ২০২১ সালে তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন।

শিল্পকলায় (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও আর্কাইভিং) গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কাওসার চৌধুরীকে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

মোঃ জিয়াউল হক

মোঃ জিয়াউল হক একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। জন্মসূত্রে অত্যন্ত মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও পরিবারের অসচ্ছলতার কারণে ছোটোবেলা থেকেই স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে জীবনসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হন। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। শুরু করেন দইয়ের ব্যবসা। এরপর সংসারে কিছুটা সচ্ছলতা ফিরে এলে দই বিক্রির লভ্যাংশের টাকা দিয়ে গরিব, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি গরিব, অসহায় শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯৬৯ সাল থেকে তিল তিল করে গড়ে তোলেন তাঁর পারিবারিক লাইব্রেরি। এরপর প্রতিষ্ঠা করেন 'জিয়াউল হক সাধারণ পাঠাগার'। একজন সাধারণ মানুষ হয়েও নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও মানবসেবায় ব্রতী হয়ে যে অসাধারণ চিন্তা করেছেন তা এ সমাজে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁর এমন মহৎ কাজ দেখে আগ্রহী হয়ে পরবর্তীকালে বিত্তবান ও শিক্ষানুরাগী সুধীজন অনুদান প্রদানের জন্য এগিয়ে আসেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীল মননের বিকাশ এবং ইচ্ছাশক্তি দেখে ২০০৬ সালে ইউনিলিভার বাংলাদেশ কর্তৃক 'সাদামনের মানুষ স্বর্ণপদক-২০০৬' এবং শিক্ষা ও মানবসেবায় অসামান্য অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক তাঁকে সম্মাননা-২০১৪ প্রদান করা হয়। তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে আজীবন লড়াই করে নিরবচ্ছিন্নভাবে সমাজসেবা করে যাচ্ছেন। তাঁর এই সমাজসেবামূলক কর্মের জন্য তিনি এলাকায় বিশেষভাবে সুপরিচিত।

সমাজসেবায় গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মোঃ জিয়াউল হককে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

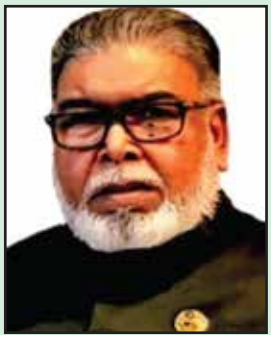

আলহাজ্ব রফিক আহামদ

কীর্তিমান সমাজকর্মী আলহাজ্ব রফিক আহামদ একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি সমাজের অসহায় ও নিম্নবিত্তদের জন্য কর্মসংস্থান, অন্নসংস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ মানুষের কল্যাণে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। দারিদ্র্য বিমোচন, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, কর্মসংস্থান প্রভৃতি খাতে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেছেন। মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 'মমতা'র আওতাধীন নগর মাতৃসদন হাসপাতালসমূহের মাধ্যমে এক লক্ষাধিক মায়ের সিজারিয়ান ও নরমাল ডেলিভারি সম্পন্ন হয়েছে। নামমাত্র মূল্যে এসব সেবা পেয়েছেন সমাজের প্রান্তিক পর্যায় এবং দিনমজুর শ্রেণির মানুষেরা। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্যোক্তা সৃষ্টির ওপর গুরত্বারোপ করে শহর ও গ্রাম পর্যায়ে আর্থিকভাবে অনগ্রসরদেরকে 'মমতা সঞ্চয় ও ঋণদান কর্মসূচি'র আওতায় ঋণ বিতরণ করেছেন দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষকে যার অধিকাংশই নারী। এদের অধিকাংশই আজ আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং সমাজে সম্মানের সঙ্গে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরই নেতৃত্বাধীন সংস্থা 'মমতা' মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পনেরো বার জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। তিনি সমাজসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন অসংখ্য সম্মাননা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার। তার মধ্যে ইউনেস্কো পুরস্কার ১৯৯২, নেলসন মেন্ডেলা গোল্ড মেডেল ২০১৫, মহাত্মা গান্ধি শান্তি পুরস্কার ২০১৫, মাদার তেরেসা গোল্ড মেডেল ২০১৭, বেগম রোকেয়া সম্মাননা স্মারক ২০১৮, স্বাধীনতা স্মারক সম্মাননা পদক ২০২৩ (চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সমাজসেবায় গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আলহাজ্ব রফিক আহামদকে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

মুহাম্মদ সামাদ

মুহাম্মদ সামাদ সত্তর দশকের একজন বিশিষ্ট কবি। তিনি দেশের একজন উন্নয়ন-গবেষক ও সমাজবিজ্ঞানী। সত্তর দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে মুহাম্মদ সামাদের কবিতা ও প্রবন্ধ জাতীয় পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। তাঁর কবিতা ইংরেজি, সুইডিশ, গ্রিক, চীনা, সার্বিয়ান, হিন্দি, সিংহলী, ককবরক প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মুহাম্মদ সামাদ কবিতা পাঠের জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে ভারত, সুইডেন, নরওয়ে, ইতালি ও চীন সফর করেন। এছাড়া করোনাকালে আফ্রিকার দেশ ইসুয়াতিনি (সাবেক সোয়াজিল্যান্ড) ও লেসেথোতে আন্তর্জাতিক অনলাইন কবিতা উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে কবিতাপাঠে অংশ নেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি কবি মুহাম্মদ সামাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও গভীর শ্রদ্ধার প্রতীক হিসেবে তাঁর উজ্জ্বলতম কাব্যপঙ্‌ক্তি 'মুজিব আমার স্বাধীনতার অমর কাব্যের কবি' ১৯৮৩ সাল থেকে দেয়াল, পোস্টার ও ব্যানারে খচিত হয়ে আসছে। কবিতা ছাড়াও বাংলা এবং ইংরেজিতে মুহাম্মদ সামাদের গবেষণাপ্রবন্ধ, গবেষণাগ্রন্থ ও লেখালিখি দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। কবিতা, কাব্যানুবাদ, বঙ্গবন্ধু, সমাজ-উন্নয়ন ভাবনা ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁর মোট প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ৩১টি। জাতীয় কবিতা পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ সামাদ ২০১৭ সাল থেকে জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, চীনের ইন্টারন্যাশনাল পোয়েট্রি ট্রান্সলেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার কর্তৃক ঘোষিত বিশ্বের ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে 'প্রাইজেস ২০১৮ : ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট পোয়েট সম্মাননা'সহ বহু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। ড. মুহাম্মদ সামাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস' (ইউআইটিএস)-এর ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ভাষা ও সাহিত্যে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মুহাম্মদ সামাদকে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

লুৎফর রহমান রিটন

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক লুৎফর রহমান রিটন। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়' শিরোনামে কবিতা সংকলন ১৯৭৮ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। সেই সংকলনের লেখক তালিকার সবচেয়ে নবীন ছড়াকার ছিলেন তিনি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ১৩০টি। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তিনি ১২টি বই লিখেছেন। তাঁর লেখা 'শেখ মুজিবের ছড়া' নামের গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে। শিশু-কিশোরদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা এবং বঙ্গবন্ধুর কথা প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি নিজ উদ্যোগে 'ছোটদের কাগজ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন ১৯৯৫ সালে। এই মাসিক পত্রিকায় 'রাসেল হত্যার বিচার চাই' শীর্ষক প্রচ্ছদকাহিনি প্রকাশ করা হয়। জাতির পিতা হত্যার বিচারের পাশাপাশি শিশু রাসেল হত্যার বিচারের বিষয়টি তিনি সামনে নিয়ে আসেন। ২০০১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে টোকিও দূতাবাসে প্রথম সচিব প্রেস-এর দায়িত্ব দিয়ে জাপানে পাঠান। বিগত চার দশকেরও অধিক সময় ধরে নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ছড়া-কবিতা-গল্প-উপন্যাস এবং প্রবন্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অবদান ও গৌরবের কথা তুলে ধরছেন। সাহিত্যে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০০৭ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

ভাষা ও সাহিত্যে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ লুৎফর রহমান রিটনকে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

মিনার মনসুর

মিনার মনসুর বঙ্গবন্ধু-হত্যাপরবর্তী প্রতিবাদী সাহিত্যধারার অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি নিবেদিতপ্রাণ একজন কবি, সংগঠক ও গবেষক। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রথম মাইলফলক স্মারকগ্রন্থ 'শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছেন ১৯৭৯ সালে। বঙ্গবন্ধুর তৃতীয় শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে প্রকাশ করেছেন বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত লিটলম্যাগ 'এপিটাফ' যা এখন পঁচাত্তর-পরবর্তী প্রতিবাদী ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে 'আবার যুদ্ধে যাবো' শিরোনামে একটি বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করেছেন ১৯৮০ সালে। এতে পঁচাত্তরের ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষরযুক্ত ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৮৩ সালে সামরিক জান্তা কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'এই অবরুদ্ধ মানচিত্রে'। বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদের পাশাপাশি তাঁর রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে অক্লান্তভাবে লেখালিখি করে চলেছেন চারদশকেরও বেশি সময় ধরে। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা চল্লিশটি। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাঁর দুটি প্রবন্ধগ্রন্থ 'আমার পিতা নয় পিতার অধিক' এবং 'বঙ্গবন্ধু কেন দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন' বহুল পঠিত। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব : স্বপ্ন ও স্বরূপ' (২০২৩) জাতির পিতার দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে অবশ্যপাঠ্য একটি গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত ও পাঠকনন্দিত হয়েছে। তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবের স্থায়ী সদস্য, বাংলা একাডেমির জীবনসদস্য এবং 'রাইটার্স ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বর্তমানে তিনি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্যে শহীদ নূতনচন্দ্র সিংহ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮৪), শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতিপদক (২০১৭), পটিয়া ফাউন্ডেশন গুণী সম্মাননা (২০২২), শব্দঘর 'সেরা বই ২০২৩-কাব্যগ্রন্থ' শীর্ষক সম্মাননাসহ বেশকিছু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

ভাষা ও সাহিত্যে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মিনার মনসুরকে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (মরণোত্তর)

অকালপ্রয়াত কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর। ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণকারী এই কবি মাত্র ৩৪ বছরের জীবনে (১৯৫৬-১৯৯১) আটটি কাব্যগ্রন্থ, শতাধিক গান, একটি গল্পগ্রন্থ ও একটি কাব্যনাট্যসহ পাঁচশয়ের অধিক কবিতা রচনা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে 'বাতাসে লাশের গন্ধ', 'হাড়েরও ঘরখানি', 'ইশতেহার'সহ অসংখ্য জনপ্রিয় কবিতা বাংলাদেশের কাব্যধারায় তাঁর অবিস্মরণীয় সংযোজন। মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক তাঁর কাব্যনাট্য 'বিষ বিরিক্ষের বীজ' বহুবার মঞ্চস্থ হয়েছে। তাঁর লেখা কবিতা 'মিছিল' নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাঙালি ঐতিহ্য, ইতিহাস, গ্রামীণ জীবনের নিষ্পেষিত জীবন উঠে এসেছে তাঁর রচিত 'মানুষের মানচিত্র' কাব্যগ্রন্থে। তিনি সকল অন্যায়, শোষণ, স্বৈরাচার, ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদের বিপরীতে শোষণমুক্ত সমাজ ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তি চেয়ে নিরন্তর কবিতা লিখেছেন। প্রেমের কবিতায়ও তিনি প্রবল জনপ্রিয়। তাঁর লেখা ও সুরারোপিত 'ভাল আছি ভাল থেকো' সারা বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষীদের মুখে মুখে বহুল গাওয়া একটি গান। এছাড়াও তাঁর শতাধিক গান রয়েছে। কবিতায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি মুনীর চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ গীতিকার পুরস্কার লাভ করেছেন।

ভাষা ও সাহিত্যে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহকে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক' (মরণোত্তর)-এ ভূষিত করা হলো।

প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষু

অধ্যাপক ড. জিনবোধি ভিক্ষু শিক্ষকতা পেশায় ব্রতী হয়ে জ্ঞানের আলো প্রজ্বলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমতল ও তিন পার্বত্য জেলায় পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য দু'টি আবাসিক হল 'বঙ্গমাতা' ও 'অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' প্রতিষ্ঠা করেন। চট্টগ্রাম ও তিন পার্বত্য জেলায় এ পর্যন্ত তিনি প্রাথমিক, জুনিয়র হাই স্কুল, কলেজ এবং রাঙ্গামাটি ও ইয়ংছায় কারিগরি স্কুলসহ ৮টি বিদ্যাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টম শতকে পালরাজ ধর্মপাল কর্তৃক পটিয়া আনোয়ারার দেয়াং পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে তাঁরই উদ্যোগে এর সংস্কারকাজ শুরু হয়। তাঁর লেখা 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব : শতবর্ষের ভাবনায়', 'একবিংশ শতাব্দীর সাহসী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা' ও 'বৌদ্ধ দর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব ও বিমুক্তিমার্গ'সহ এ পর্যন্ত ৩৫টিরও অধিক গ্রন্থ এবং কয়েকশত প্রবন্ধ দেশি-বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কর্মজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ বিজয়রত্ন পুরস্কার, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির সম্মাননা পদক ২০১৪, পল্লি কবি জসীমউদ্‌দীন স্মৃতি পদক ২০১৮, বেগম রোকেয়া স্মৃতি পদক ও সম্মাননা ২০২১, শেখ রাসেল স্মৃতি পদক ২০২১, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মৃতি পদক ও সম্মাননাসহ অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

শিক্ষায় গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষুকে ২০২৪ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হলো।

১৯৭৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজনদের ও প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা

একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজন ও প্রতিষ্ঠান
(২০২৩ থেকে ১৯৭৬)

২০২৩ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. খালেদা মনযুর-ই-খুদা	ভাষা আন্দোলন
২. এ. কে. এম. শামসুল হক	ভাষা আন্দোলন
৩. হাজী মোঃ মজিবর রহমান	ভাষা আন্দোলন
৪. মাসুদ আলী খান	শিল্পকলা (অভিনয়)
৫. শিমূল ইউসুফ	শিল্পকলা (অভিনয়)
৬. মনোরঞ্জন ঘোষাল	শিল্পকলা (সংগীত)
৭. গাজী আব্দুল হাকিম	শিল্পকলা (সংগীত)
৮. ফজল-এ-খোদা	শিল্পকলা (সংগীত)
৯. জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়	শিল্পকলা (আবৃত্তি)
১০. নওয়াজীশ আলী খান	শিল্পকলা
১১. কনক চাঁপা চাকমা	শিল্পকলা (চিত্রকলা)
১২. মমতাজ উদ্দীন	মুক্তিযুদ্ধ
১৩. মোঃ শাহ আলমগীর	সাংবাদিকতা
১৪. ড. মোঃ আবদুল মজিদ	গবেষণা
১৫. প্রফেসর ড. মযহারুল ইসলাম	শিক্ষা
১৬. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	শিক্ষা
১৭. বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন	সমাজসেবা
১৮. মোঃ সাইদুল হক	সমাজসেবা
১৯. এ্যাড. মঞ্জুরুল ইমাম	রাজনীতি
২০. আকতার উদ্দিন মিয়া	রাজনীতি
২১. ড. মনিরুজ্জামান	ভাষা ও সাহিত্য

২০২২ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মোস্তফা এম. এ. মতিন	ভাষা আন্দোলন
২. মির্জা তোফাজ্জল হোসেন (মুকুল)	ভাষা আন্দোলন
৩. জিনাত বরকতউল্লাহ	শিল্পকলা (নৃত্য)
৪. নজরুল ইসলাম বাবু	শিল্পকলা (সংগীত)
৫. ইকবাল আহমেদ	শিল্পকলা (সংগীত)
৬. মাহ্‌মুদুর রহমান বেণু	শিল্পকলা (সংগীত)
৭. খালেদ মাহমুদ খান	শিল্পকলা (অভিনয়)
৮. আফজাল হোসেন	শিল্পকলা (অভিনয়)
৯. মাসুম আজিজ	শিল্পকলা (অভিনয়)
১০. বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ অধ্যক্ষ মোঃ মতিউর রহমান	মুক্তিযুদ্ধ
১১. সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী	মুক্তিযুদ্ধ
১২. কিউ. এ. বি. এম রহমান	মুক্তিযুদ্ধ
১৩. আমজাদ আলী খন্দকার	মুক্তিযুদ্ধ
১৪. এম এ মালেক	সাংবাদিকতা
১৫. মোঃ আনোয়ার হোসেন	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
১৬. অধ্যাপক ড. গৌতম বুদ্ধ দাশ	শিক্ষা
১৭. এস. এম. আব্রাহাম লিংকন	সমাজসেবা
১৮. সংঘরাজ জ্ঞানশ্রী মহাথের	সমাজসেবা
১৯. কবি কামাল চৌধুরী	ভাষা ও সাহিত্য
২০. ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ	ভাষা ও সাহিত্য
২১. ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুস সাত্তার মণ্ডল	গবেষণা
২২. ড. মোঃ এনামুল হক (দলগত), (দেলনেতা)	গবেষণা
২৩. ড. সাহানাজ সুলতানা (দলগত)	গবেষণা
২৪. ড. জান্নাতুল ফেরদৌস (দলগত)	গবেষণা

২০২১ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মরহুম মোতাহার হোসেন তালুকদার (মোতাহার মাস্টার)	ভাষা আন্দোলন
২. মরহুম শামছুল হক	ভাষা আন্দোলন
৩. মরহুম আফসার উদ্দীন আহমেদ (অ্যাডভোকেট)	ভাষা আন্দোলন
৪. বেগম পাপিয়া সারোয়ার	শিল্পকলা (সংগীত)
৫. জনাব রাইসুল ইসলাম আসাদ	শিল্পকলা (অভিনয়)
৬. জনাব সালমা বেগম সুজাতা (সুজাতা আজিম)	শিল্পকলা (অভিনয়)
৭. জনাব আহমেদ ইকবাল হায়দার	শিল্পকলা (নাটক)
৮. সৈয়দ সালাউদ্দীন জাকী	শিল্পকলা (চলচ্চিত্র)
৯. ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	শিল্পকলা (আবৃত্তি)
১০. জনাব পাভেল রহমান	শিল্পকলা (আলোকচিত্র)
১১. জনাব গোলাম হাসনায়েন	মুক্তিযুদ্ধ
১২. জনাব ফজলুর রহমান খান ফারুক	মুক্তিযুদ্ধ
১৩. বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুমা সৈয়দা ইসাবেলা	মুক্তিযুদ্ধ
১৪. জনাব অজয় দাশগুপ্ত	সাংবাদিকতা
১৫. অধ্যাপক ড. সমীর কুমার সাহা	গবেষণা
১৬. মাহফুজা খানম	শিক্ষা
১৭. ড. মির্জা আব্দুল জলিল	অর্থনীতি
১৮. প্রফেসর কাজী কামরুজ্জামান	সমাজসেবা
১৯. কবি কাজী রোজী	ভাষা ও সাহিত্য
২০. জনাব বুলবুল চৌধুরী	ভাষা ও সাহিত্য
২১. জনাব গোলাম মুরশিদ	ভাষা ও সাহিত্য

২০২০ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. আমিনুল ইসলাম বাদশা	ভাষা আন্দোলন
২. ডালিয়া নওশিন	শিল্পকলা (সংগীত)
৩. শংকর রায়	শিল্পকলা (সংগীত)
৪. মিতা হক	শিল্পকলা (সংগীত)
৫. মোঃ গোলাম মোস্তফা খান	শিল্পকলা (নৃত্য)
৬. এস এম মহসীন	শিল্পকলা (অভিনয়)
৭. অধ্যাপক শিল্পী ড. ফরিদা জামান	শিল্পকলা (চারুকলা)
৮. হাজী আক্তার সরদার	মুক্তিযুদ্ধ
৯. মোঃ আব্দুল জব্বার	মুক্তিযুদ্ধ
১০. ডাঃ আ. আ. ম. মেসবাহুল হক (বাচ্চু ডাক্তার)	মুক্তিযুদ্ধ
১১. জাফর ওয়াজেদ (আলী ওয়াজেদ জাফর)	সাংবাদিকতা
১২. ড. জাহাঙ্গীর আলম	গবেষণা
১৩. হাফেজ-ক্বারী আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ ছাইফুর রহমান নিজামী শাহ	গবেষণা
১৪. অধ্যাপক ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া	শিক্ষা
১৫. অধ্যাপক ড. শামসুল আলম	অর্থনীতি
১৬. সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	সমাজসেবা
১৭. ড. নূরুন নবী	ভাষা ও সাহিত্য
১৮. সিকদার আমিনুল হক	ভাষা ও সাহিত্য
১৯ নাজমুন নেসা পিয়ারি	ভাষা ও সাহিত্য
২০. অধ্যাপক ডাঃ সায়েবা আখ্‌তার	চিকিৎসা
২১. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	গবেষণা

২০১৯ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. অধ্যাপক হালিমা খাতুন	ভাষা আন্দোলন
২. অ্যাডভোকেট গোলাম আরিফ টিপু	ভাষা আন্দোলন
৩. অধ্যাপক মনোয়ারা ইসলাম	ভাষা আন্দোলন
৪. সুবীর নন্দী	শিল্পকলা (সংগীত)
৫. আজম খান	শিল্পকলা (সংগীত)
৬. খায়রুল আনাম (শাকিল)	শিল্পকলা (সংগীত)
৭. লাকী ইনাম	শিল্পকলা (অভিনয়)
৮. সুবর্ণা মুস্তাফা	শিল্পকলা (অভিনয়)
৯. লিয়াকত আলী লাকী	শিল্পকলা (অভিনয়)
১০. সাইদা খানম	শিল্পকলা (আলোকচিত্র)
১১. জামাল উদ্দিন আহমেদ	শিল্পকলা (চারুকলা)
১২. ক্ষিতীন্দ্র চন্দ্র বৈশ্য	মুক্তিযুদ্ধ
১৩. ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ	গবেষণা
১৪. ড. মাহবুবুল হক	গবেষণা
১৫. ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া	শিক্ষা
১৬. বেগম রিজিয়া রহমান	ভাষা ও সাহিত্য
১৭. ইমদাদুল হক মিলন	ভাষা ও সাহিত্য
১৮. অসীম সাহা	ভাষা ও সাহিত্য
১৯ আনোয়ারা সৈয়দ হক	ভাষা ও সাহিত্য
২০. মঈনুল আহসান সাবের	ভাষা ও সাহিত্য
২১. হরিশংকর জলদাস	ভাষা ও সাহিত্য

২০১৮ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. আ.জা.ম তকীয়ুল্লাহ	ভাষা আন্দোলন
২. মির্জা আজহারুল ইসলাম	ভাষা আন্দোলন
৩. শেখ সাদী খান	শিল্পকলা (সংগীত)
৪. সুজেয় শ্যাম	শিল্পকলা (সংগীত)
৫. ইন্দ্র মোহন রাজবংশী	শিল্পকলা (সংগীত)
৬. মো. খুরশীদ আলম	শিল্পকলা (সংগীত)
৭. মতিউল হক খান	শিল্পকলা (সংগীত)
৮. মীনু হক (মীনু বিল্লাহ)	শিল্পকলা (নৃত্য)
৯. হুমায়ূন কামরুল ইসলাম (হুমায়ূন ফরীদি)	শিল্পকলা (অভিনয়)
১০. নিখিল সেন (নিখিল কুমার সেনগুপ্ত)	শিল্পকলা (নাটক)
১১. কালিদাস কর্মকার	শিল্পকলা (চারুকলা)
১২. গোলাম মুস্তাফা	শিল্পকলা (আলোকচিত্র)
১৩. রণেশ মৈত্র	সাংবাদিকতা
১৪. জুলেখা হক	গবেষণা
১৫. ড. মইনুল ইসলাম	অর্থনীতি
১৬. ইলিয়াস কাঞ্চন	সমাজসেবা
১৭. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	ভাষা ও সাহিত্য
১৮. সাইফুল ইসলাম খান (হায়াৎ সাইফ)	ভাষা ও সাহিত্য
১৯ সুব্রত বড়ুয়া	ভাষা ও সাহিত্য
২০. রবিউল হুসাইন	ভাষা ও সাহিত্য
২১. খালেকদাদ চৌধুরী	ভাষা ও সাহিত্য

২০১৭ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. ভাষাসৈনিক অধ্যাপক ড. শরিফা খাতুন	ভাষা আন্দোলন
২. শিল্পী সুষমা দাস	শিল্পকলা (সংগীত)
৩. শিল্পী জুলহাস উদ্দিন আহমেদ	শিল্পকলা (সংগীত)
৪. ওস্তাদ আজিজুল ইসলাম	শিল্পকলা (সংগীত)
৫. জনাব তানভীর মোকাম্মেল	শিল্পকলা (চলচ্চিত্র)
৬. সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ	শিল্পকলা (ভাস্কর্য)
৭. নাট্যশিল্পী সারা যাকের	শিল্পকলা (নাটক)
৮. জনাব আবুল মোমেন	সাংবাদিকতা
৯. সৈয়দ আকরম হোসেন	গবেষণা
১০. ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন	শিক্ষা
১১. অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
১২. অধ্যাপক ডা. মাহমুদ হাসান	সমাজসেবা
১৩. কবি ওমর আলী	ভাষা ও সাহিত্য
১৪. জনাব সুকুমার বড়ুয়া	ভাষা ও সাহিত্য
১৫. জনাব স্বদেশ রায়	সাংবাদিকতা
১৬. শিল্পী শামীম আরা নীপা	শিল্পকলা (নৃত্য)
১৭. জনাব রহমতউল্লাহ আল মাহমুদ সেলিম (মাহমুদ সেলিম)	শিল্পকলা (সংগীত)

২০১৬ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. বিচারপতি কাজী এবাদুল হক	ভাষা আন্দোলন
২. ডাঃ সাঈদ হায়দার	ভাষা আন্দোলন
৩. মরহুম সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া	ভাষা আন্দোলন
৪. ড. জসীম উদ্দিন আহমেদ	ভাষা আন্দোলন
৫. বেগম জাহানারা আহমেদ	শিল্পকলা(টিভি ও চলচ্চিত্র অভিনয়)
৬. পণ্ডিত অমরেশ রায় চৌধুরী	শিল্পকলা (শাস্ত্রীয় সংগীত)
৭. বেগম শাহীন সামাদ	শিল্পকলা (সংগীত)
৮. জনাব আমানুল হক	শিল্পকলা (নৃত্য)
৯. মরহুম কাজী আনোয়ার হোসেন	শিল্পকলা (চিত্রকলা)
১০. জনাব মফিদুল হক	মুক্তিযুদ্ধ
১১. জনাব তোয়াব খান	সাংবাদিকতা
১২. অধ্যাপক ডাঃ এ.বি.এম. আব্দুল্লাহ	গবেষণা
১৩. জনাব মংছেনচীং মংছিন্	গবেষণা
১৪. জনাব জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত	ভাষা ও সাহিত্য
১৫. ড. হায়াৎ মামুদ	ভাষা ও সাহিত্য
১৬. জনাব হাবীবুল্লাহ সিরাজী	ভাষা ও সাহিত্য

২০১৫ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মরহুম পিয়ারু সরদার	ভাষা আন্দোলন
২. অধ্যাপক মজিবর রহমান দেবদাস	মুক্তিযুদ্ধ
৩. অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা	ভাষা ও সাহিত্য
৪. মুহম্মদ নূরুল হুদা	ভাষা ও সাহিত্য
৫. মরহুম আব্দুর রহমান বয়াতি	শিল্পকলা
৬. এস.এ. আবুল হায়াত	শিল্পকলা
৭. এ.টি.এম. শামসুজ্জামান	শিল্পকলা
৮. অধ্যাপক ডা. এম.এ. মান্নান	শিক্ষা
৯. সনৎকুমার সাহা	শিক্ষা
১০. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া	গবেষণা
১১. কামাল লোহানী	সাংবাদিকতা
১২. ফরিদুর রেজা সাগর	গণমাধ্যম
১৩. ঝর্না ধারা চৌধুরী	সমাজসেবা
১৪. শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাথের	সমাজসেবা
১৫. অধ্যাপক ড. অরূপ রতন চৌধুরী	সমাজসেবা

২০১৪ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. শামসুল হুদা	ভাষা আন্দোলন
২. ডা. বদরুল আলম	ভাষা আন্দোলন
৩. ইমেরিটাস অধ্যাপক ডা. মুজিবুর রহমান	সমাজসেবা
৪. সমরজিৎ রায় চৌধুরী	শিল্পকলা
৫. রামকানাই দাশ	শিল্পকলা
৬. এস এম সোলায়মান	শিল্পকলা
৭. গোলাম সারওয়ার	সাংবাদিকতা
৮. প্রফেসর ড. এনামুল হক	গবেষণা
৯. প্রফেসর ড. অনুপম সেন	শিক্ষা
১০. জামিল চৌধুরী	ভাষা ও সাহিত্য
১১. বেলাল চৌধুরী	ভাষা ও সাহিত্য
১২. রশীদ হায়দার	ভাষা ও সাহিত্য
১৩. বিপ্রদাশ বড়ুয়া	ভাষা ও সাহিত্য
১৪. আবদুশ শাকুর	ভাষা ও সাহিত্য
১৫. কেরামত মওলা	শিল্পকলা

২০১৩ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. এম. এ. ওয়াদুদ	ভাষা আন্দোলন
২. অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ	ভাষা আন্দোলন
৩. অধ্যক্ষ মো. কামরুজ্জামান	ভাষা আন্দোলন
৪. তোফাজ্জল হোসেন	ভাষা আন্দোলন
৫. এনামূল হক মোস্তফা শহীদ	মুক্তিযুদ্ধ
৬. নূরজাহান মুরশিদ	সমাজসেবা
৭. স্যামসন এইচ চৌধুরী	সমাজসেবা
৮. রফিক আজাদ	ভাষা ও সাহিত্য
৯. আসাদ চৌধুরী	ভাষা ও সাহিত্য
১০. কাদেরী কিবরিয়া	শিল্পকলা
১১. জামালউদ্দিন হোসেন	শিল্পকলা
১২. বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী (চারণ কবি বিজয় সরকার)	শিল্পকলা
১৩. বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী	শিল্পকলা

২০১২ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মমতাজ বেগম	ভাষা আন্দোলন
২. মোবিনুল আজিম	শিল্পকলা
৩. তারেক মাসুদ	শিল্পকলা
৪. ড. ইনামুল হক	শিল্পকলা
৫. মামুনুর রশীদ	শিল্পকলা
৬. অধ্যাপক করুণাময় গোস্বামী	শিল্পকলা
৭. এহ্‌তেশাম হায়দার চৌধুরী	সাংবাদিকতা
৮. আশফাক মুনীর (মিশুক মুনীর)	সাংবাদিকতা
৯. হাবিবুর রহমান মিলন	সাংবাদিকতা
১০. অধ্যাপক অজয় কুমার রায়	শিক্ষা
১১. ড. মনসুরুল আলম খান	শিক্ষা
১২. প্রফেসর এ. কে. নাজমুল করিম	শিক্ষা
১৩. অধ্যাপক বরেন চক্রবর্তী	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
১৪. শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ মহাথের	সমাজসেবা
১৫. অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ	ভাষা ও সাহিত্য

২০১১ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. শওকত আলী	ভাষা আন্দোলন
২. মোশারেফ উদ্দিন আহমদ	ভাষা আন্দোলন
৩. আমানুল হক	ভাষা আন্দোলন
৪. বাউল করিম শাহ্	শিল্পকলা
৫. জ্যোৎস্না বিশ্বাস	শিল্পকলা
৬. আখতার সাদমানী	শিল্পকলা
৭. নূরজাহান বেগম	সাংবাদিকতা
৮. আলহাজ্ব মোঃ আবুল হাশেম	সমাজসেবা
৯. মোঃ হারেস উদ্দিন (পলান) সরকার	সমাজসেবা
১০. মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন	সমাজসেবা
১১. শহীদ কাদরী	ভাষা ও সাহিত্য
১২. আবদুল হক	ভাষা ও সাহিত্য
১৩. আবদুল হক চৌধুরী	গবেষণা

২০১০ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. ডা. গোলাম মাওলা	ভাষাসংগ্রাম
২. মোহাম্মদ রফিক	সাহিত্য
৩. সাঈদ আহমদ	সাহিত্য (নাট্যকার)
৪. হেলেনা খান	সাহিত্য
৫. ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন (মুনতাসীর মামুন)	গবেষণা
৬. এএসএইচ কে সাদেক	সামাজিক ব্যক্তিত্ব
৭. সংঘরাজ জ্যোতিঃপাল মহাথের	সামাজিক ব্যক্তিত্ব
৮. একেএম হানিফ (হানিফ সংকেত)	সামাজিক ব্যক্তিত্ব
৯. পার্থ প্রতিম মজুমদার	শিল্পী (মূকাভিনয়)
১০. নাসির উদ্দিন ইউসুফ	শিল্পী (নাট্যকলা)
১১. একেএম আবদুর রউফ	শিল্পী (চিত্রশিল্পী)
১২. ইমদাদ হোসেন	শিল্পী (চিত্রশিল্পী)
১৩. আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল	শিল্পী (সুরকার)
১৪. লায়লা হাসান	শিল্পী (নৃত্য)
১৫. মোহাম্মদ আলম	ফটো-সাংবাদিক

২০০৯ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর	শিক্ষা
২. অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	গবেষণা
৩. মরহুম মাহবুব উল আলম চৌধুরী	ভাষা আন্দোলন
৪. মরহুম আশরাফ-উজ্-জামান খান	সাংবাদিকতা
৫. বেগম বিলকিস নাসির উদ্দিন	সংগীত
৬. মানিক চন্দ্র সাহা	সাংবাদিকতা
৭. হুমায়ূন কবীর বালু	সাংবাদিকতা
৮. সেলিনা হোসেন	সাহিত্য
৯. শামসুজ্জামান খান	গবেষণা
১০. ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ	দারিদ্র্যবিমোচন
১১. মোহাম্মদ রফি খান (ডা. এম. আর. খান)	সমাজসেবা
১২. মনসুর উল করিম	চারুকলা
১৩. রামেন্দু মজুমদার	নাট্যকলা

২০০৮ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. ড. নাজমা চৌধুরী	গবেষণা
২. খোন্দকার নুরুল আলম	সংগীত
৩. মরহুম ওয়াহিদুল হক	সংগীত
৪. প্রয়াত শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব	সংগীত
৫. প্রয়াত শেফালী ঘোষ	সংগীত
৬. প্রফেসর ড. মোজাফ্ফর আহমদ	শিক্ষা
৭. মরহুম খালেক নওয়াজ খান	ভাষাসৈনিক
৮. মরহুমা অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী	সমাজসেবা
৯. কবি দিলওয়ার খান	সাহিত্য

২০০৭ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	সাহিত্য
২. জনাব মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌	সাহিত্য
৩. মরহুম আনোয়ার পারভেজ	সংগীত
৪. মরহুম এম এ বেগ	চারুকলা (আলোকচিত্র)
৫. ড. সেলিম আল দীন	নাটক

২০০৬ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. অধ্যাপক জসীম উদ্দিন আহমদ	শিক্ষা
২. ড. সুকোমল বড়ুয়া	শিক্ষা
৩. অধ্যাপক আনোয়ারা বেগম	শিক্ষা
৪. অধ্যাপক এম. আসাদুজ্জামান	শিক্ষা
৫. ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ	সাহিত্য
৬. মরহুম অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৭. অধ্যাপক হামিদুজ্জামান খান	ভাস্কর্য
৮. বেগম রওশন আরা মুস্তাফিজ	সংগীত
৯. মরহুম আনোয়ার উদ্দিন খান	সংগীত
১০. বেগম ফাতেমাতুজজোহরা	সংগীত
১১. জনাব গাজীউল হাসান খান	সাংবাদিকতা
১২. মরহুম শাহাদত চৌধুরী	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
১৩. জনাব আফতাব আহমদ	আলোকচিত্র শিল্প

২০০৫ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মোঃ সাইফুর রহমান	ভাষাসংগ্রাম
২. খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন	ভাষাসংগ্রাম
৩. মরহুম সৈয়দ মুজতবা আলী	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৪. অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ	শিক্ষা
৫. অধ্যাপক ইকবাল মাহমুদ	শিক্ষা
৬. অধ্যাপক জুবাইদা গুলশান আরা	সাহিত্য
৭. প্রয়াত মহাসংঘনায়ক শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথের	সমাজসেবা (মরণোত্তর)
৮. মরহুম অধ্যাপক আসহাব উদ্দীন আহমদ	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৯. আবু সালেহ	সাহিত্য
১০. বশির আহমেদ	সংগীত
১১. শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা	শিক্ষা
১২. মোহাম্মদ আবদুল গফুর	ভাষাসংগ্রাম
১৩. আবু সাত্তার মোহাম্মদ শাহ জামান আপেল মাহমুদ	সংগীত
১৪. মোঃ মাশির হোসেন	সাংবাদিকতা

২০০৪ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা	শিক্ষা
২. অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমদ	গবেষণা
৩. ফরিদা হোসেন	সাহিত্য
৪. নীলুফার ইয়াসমীন	সংগীত (মরণোত্তর)
৫. মনিরুজ্জামান মনির	সংগীত
৬. মুস্তাফা মনোয়ার	চারুকলা
৭. নবাব ফয়জুন্নেছা	সমাজসেবা (মরণোত্তর)
৮. ডা. যোবায়দা হান্নান	সমাজসেবা
৯. এ.জেড.এম. এনায়েতুল্লাহ খান	সাংবাদিকতা
১০. চাষী নজরুল ইসলাম	চলচ্চিত্র

২০০৩ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. অধ্যাপক মুহম্মদ শামস-উল-হক	শিক্ষা
২. মরহুম মুহাম্মদ একরামুল হক	শিক্ষা (মরণোত্তর)
৩. মরহুম জেবুন্নেসা রহমান	শিক্ষা (মরণোত্তর)
৪. মরহুম জোবেদা খানম	শিক্ষা (মরণোত্তর)
৫. জনাব আবদুল মান্নান সৈয়দ	গবেষণা
৬. জনাব আল মুজাহিদী	সাহিত্য
৭. বেগম আনজুমান আরা বেগম	সংগীত
৮. মরহুম লোকমান হোসেন ফকির	সংগীত (মরণোত্তর)
৯. মরহুম খান আতাউর রহমান	চলচ্চিত্র (মরণোত্তর)
১০. জনাব আবদুল হামিদ	(ক্রীড়া) সাংবাদিকতা
১১. জনাব মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন মোস্তান	সাংবাদিকতা
১২. UNESCO	বাংলা ভাষাকে বিশ্বের মাঝে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে তুলে ধরার জন্য

২০০২ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মরহুম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	ভাষাসংগ্রাম (মরণোত্তর)
২. মরহুম ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	সাহিত্য ও ভাষা আন্দোলন (মরণোত্তর)
৩. অধ্যাপক ড. সুফিয়া আহমেদ	সাংস্কৃতিক বিকাশ ও ভাষা সংগ্রাম
৪. প্রয়াত কবিয়াল রমেশ শীল	গণসংগীত (মরণোত্তর)
৫. জনাব সিরাজুর রহমান	সাংবাদিকতা
৬. জনাব সাদেক খান	ভাষা আন্দোলন ও চলচ্চিত্র
৭. জনাব গাজী মাজহারুল আনোয়ার	সংগীত
৮. মরহুম ডা. মঞ্জুর হোসেন	ভাষাসংগ্রাম (মরণোত্তর)
৯. অ্যাডভোকেট কাজী গোলাম মাহবুব	ভাষাসংগ্রাম
১০. অধ্যাপক শরীফ হোসেন	শিক্ষা
১১. মরহুম অধ্যাপক ড. আবুল কালাম আজাদ	শিক্ষা (মরণোত্তর)
১২. মরহুম আবদুল জব্বার খান	চলচ্চিত্র (মরণোত্তর)
১৩. মরহুম আহমদ ছফা	সাহিত্য (মরণোত্তর)
১৪. জনাব প্রতিভা মুৎসুদ্দি	শিক্ষা

২০০১ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব আবদুল মতিন	ভাষাসংগ্রাম
২. The Mother Language Lovers of the World	২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ
৩. অধ্যাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম	শিক্ষা
৪. বেগম শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী	শিক্ষা
৫. জনাব মহাদেব সাহা	সাহিত্য
৬. জনাব জিয়া হায়দার	সাহিত্য
৭. জনাব নির্মলেন্দু গুণ	সাহিত্য
৮. জনাব গোলাম মোস্তফা	চলচ্চিত্র
৯. জনাব আতাউর রহমান	নাটক
১০. কবিয়াল ফণী বড়ুয়া	সংগীত
১১. শাহ আবদুল করিম	লোকসংগীত
১২. জনাব বিনয় বাঁশী জলদাস	যন্ত্রসংগীত

২০০০ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. শহীদ আবুল বরকত	ভাষা আন্দোলন (মরণোত্তর)
২. শহীদ আবদুল জব্বার	ভাষা আন্দোলন (মরণোত্তর)
৩. শহীদ আবদুস সালাম	ভাষা আন্দোলন (মরণোত্তর)
৪. শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদ	ভাষা আন্দোলন (মরণোত্তর)
৫. শহীদ শফিউর রহমান	ভাষা আন্দোলন (মরণোত্তর)
৬. জনাব আবু নছর মোঃ গাজীউল হক	ভাষা আন্দোলন
৭. মরহুম মহিউদ্দিন আহমেদ	সমাজ ও রাজনীতি (মরণোত্তর)
৮. ড. নীলিমা ইব্রাহীম	শিক্ষা
৯. অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
১০. জনাব এখ্‌লাসউদ্দিন আহ্‌মদ	সাহিত্য
১১. মরহুম জাহিদুর রহিম	সংগীত (মরণোত্তর)
১২. জনাব খালিদ হোসেন	সংগীত
১৩. সৈয়দ আবদুল হাদী	সংগীত
১৪. জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন	নাটক
১৫. জনাব শামীম সিকদার	ভাস্কর্য

১৯৯৯ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব হাসান আজিজুল হক	সাহিত্য
২. সৈয়দ হাসান ইমাম	চলচ্চিত্র
৩. জনাব সুভাষ দত্ত	চলচ্চিত্র
৪. জনাব আলী যাকের	নাটক
৫. জনাব মনিরুল ইসলাম	চারুকলা
৬. বেগম হুসনা বানু খানম	সংগীত
৭. জনাব ফকির আলমগীর	সংগীত
৮. জনাব এ.বি.এম. মূসা	সাংবাদিকতা
৯. জনাব কে.জি. মুস্তাফা	সাংবাদিকতা
১০. মরহুম আলতামাস আহমেদ	নৃত্য (মরণোত্তর)

১৯৯৮ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. প্রয়াত রণেশ দাশগুপ্ত	সাহিত্য (মরণোত্তর)
২. মরহুম আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৩. রোকনুজ্জামান খান (দাদাভাই)	সাংবাদিকতা
৪. মরহুম আবুল কাসেম সন্দ্বীপ	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৫. বেগম ফেরদৌসী মজুমদার	নাটক
৬. বেগম মাহবুবা রহমান	সংগীত

১৯৯৭ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব আবু ইসহাক	সাহিত্য
২. বেগম নভেরা আহ্‌মেদ	ভাস্কর্য
৩. জনাব নিতুন কুণ্ডু	ভাস্কর্য
৪. প্রয়াত দেবু ভট্টাচার্য্য	সংগীত (মরণোত্তর)
৫. প্রয়াত রুনু বিশ্বাস	নৃত্য (মরণোত্তর)
৬. ড. রাজিয়া খান	শিক্ষা
৭. ড. সিরাজুল হক	শিক্ষা
৮. জনাব শবনম মুশতারী	সংগীত
৯. জনাব সন্তোষ গুপ্ত	সাংবাদিকতা
১০. মরহুম মোনাজাত উদ্দিন	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
১১. জনাব মমতাজউদদীন আহমদ	নাটক

১৯৯৬ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব হাসনাত আবদুল হাই	সাহিত্য
২. জনাব রাহাত খান	সাহিত্য
৩. মরহুম এ.কে.এম. ফিরোজ আলম (ফিরোজ সাঁই)	সংগীত (মরণোত্তর)
৪. মরহুম অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই	শিক্ষা (মরণোত্তর)
৫. অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	শিক্ষা
৬. জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান	সাংবাদিকতা
৭. অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহজাহান	শিক্ষা

১৯৯৫ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব আহমদ রফিক	সাহিত্য
২. বেগম রওশন জামিল	নৃত্যকলা
৩. জনাব মোস্তফা জামান আব্বাসী	সংগীত
৪. জনাব রথীন্দ্রনাথ রায়	সংগীত
৫. ড. আবদুল করিম	শিক্ষা
৬. ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ	শিক্ষা
৭. শহীদ নিজামুদ্দিন আহমেদ	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৮. জনাব শাইখ সিরাজ	সাংবাদিকতা

১৯৯৪ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মরহুম সরদার জয়েনউদ্‌দীন	সাহিত্য (মরণোত্তর)
২. জনাব হুমায়ূন আহমেদ	সাহিত্য
৩. জনাব আলি মনসুর	নাট্যকলা
৪. জনাব আবু তাহের	চারুকলা
৫. বেগম নীনা হামিদ	কণ্ঠসংগীত
৬. জনাব শাহাদাত হোসেন খান	যন্ত্রসংগীত
৭. প্রফেসর মোহাম্মদ নোমান	শিক্ষা
৮. জনাব হাসানউজ্জামান খান	সাংবাদিকতা

১৯৯৩ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মরহুম মনিরউদ্দীন ইউসুফ	সাহিত্য (মরণোত্তর)
২. বেগম রাবেয়া খাতুন	সাহিত্য
৩. শহীদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী	শিক্ষা
৪. জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ	সাংবাদিকতা
৫. জনাব মোহাম্মদ আসাফ্উদ্দৌলাহ্	সংগীত
৬. ওস্তাদ ফজলুল হক	সংগীত
৭. বেগম দিলারা জামান	নাট্যাভিনয়
৮. জনাব রফিকুন নবী	চারুকলা
৯. জনাব জুয়েল আইচ	জাদুশিল্প

১৯৯২ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	সাহিত্য
২. অধ্যাপক মোবাশ্বের আলী	সাহিত্য
৩. অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ	শিক্ষা
৪. জনাব খান মোহাম্মদ সালেক	শিক্ষা
৫. জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী	সাংবাদিকতা
৬. জনাব আতাউস সামাদ	সাংবাদিকতা
৭. বেগম শাহনাজ রহমতউল্লাহ	সংগীত
৮. জনাব আমজাদ হোসেন	নাটক
৯. জনাব হাশেম খান	চারুকলা

১৯৯১ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. ড. আহমদ শরীফ	সাহিত্য
২. প্রফেসর কবীর চৌধুরী	সাহিত্য
৩. অধ্যাপক সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ	শিক্ষা
৪. অধ্যাপক এ. এম. হারুন-অর-রশীদ	শিক্ষা
৫. জনাব ফয়েজ আহমদ	সাংবাদিকতা
৬. ড. সন্জীদা খাতুন	সংগীত
৭. জনাব মোহাম্মদ আমিনুল হক	নাট্যকলা
৮. কাজী আবদুল বাসেত	চারুকলা

১৯৯০ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব শওকত আলী	সাহিত্য
২. মরহুম আবদুল গণি হাজারী	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৩. মরহুম প্রফেসর লুৎফুল হায়দার চৌধুরী	শিক্ষা (মরণোত্তর)
৪. জনাব দেবদাস চক্রবর্তী	চারুশিল্প
৫. বেগম রাজিয়া খানম (ঝুনু)	শিল্পকলা (নৃত্য)
৬. মরহুম খোদা বক্স সাঁই	কণ্ঠসংগীত (মরণোত্তর)

১৯৮৯ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব শাহেদ আলী	সাহিত্য
২. বেগম রাজিয়া মজিদ	সাহিত্য
৩. ড. মাহমুদ শাহ্ কোরেশী	শিক্ষা
৪. মরহুম মুহাম্মদ আসফ-উদ-দৌলা রেজা	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৫. মরহুম এ. কে. এম. শহীদুল হক	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৬. জনাব আব্দুর রাজ্জাক	চারুশিল্প
৭. প্রয়াত অমলেন্দু বিশ্বাস	নাট্যাভিনয় (মরণোত্তর)

১৯৮৮ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মরহুম বন্দে আলী মিয়া	সাহিত্য (মরণোত্তর)
২. ড. আশরাফ সিদ্দিকী	সাহিত্য
৩. জনাব ফজল শাহাবুদ্দীন	সাহিত্য
৪. জনাব আনোয়ার হোসেন	নাটক
৫. জনাব সুধীন দাশ	সংগীত

১৯৮৭ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	সাহিত্য
২. ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল	সাহিত্য
৩. মরহুম আনিস সিদ্দিকী	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৪. জনাব জাহানারা আরজু	সাহিত্য
৫. ড. আহমদ শামসুল ইসলাম	শিক্ষা
৬. প্রফেসর এম. এ নাসের	শিক্ষা
৭. অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবুল কাশেম	শিক্ষা
৮. মরহুম নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৯. জনাব এস. এম. আহমেদ হুমায়ুন	সাংবাদিকতা
১০. প্রয়াত কানাইলাল শীল	যন্ত্রসংগীত (মরণোত্তর)
১১. বেগম ফরিদা পারভীন	সংগীত
১২. সৈয়দ মঈনুল হোসেন	শিল্পকলা (স্থাপত্য)

১৯৮৬ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ	সাহিত্য
২. জনাব আল মাহমুদ	সাহিত্য
৩. প্রয়াত সত্যেন সেন	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৪. জনাব আসকার ইবনে শাইখ	সাহিত্য
৫. মরহুম ওস্তাদ মুন্সী রইসউদ্দীন	সংগীত (মরণোত্তর)
৬. জনাব মোবারক হোসেন খান	সংগীত
৭. মরহুম ধীর আলী মিয়া	সংগীত (মরণোত্তর)

১৯৮৫ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান	সাহিত্য
২. জনাব গাজী শামছুর রহমান	সাহিত্য
৩. ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী-শরফুদ্দীন	শিক্ষা
৪. প্রয়াত ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব	শিক্ষা (মরণোত্তর)
৫. জনাব মোহাম্মদ আবদুল জব্বার	শিক্ষা
৬. জনাব কলিম শরাফী	সংগীত
৭. ওস্তাদ আবেদ হোসেন খান	সংগীত
৮. সৈয়দ জাহাঙ্গীর	চারুকলা

১৯৮৪ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. ড. আনিসুজ্জামান	শিক্ষা
২. মরহুম অধ্যাপক হাবিবুর রহমান	শিক্ষা (মরণোত্তর)
৩. মরহুম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৪. মরহুম হাসান হাফিজুর রহমান	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৫. সৈয়দ শামসুল হক	সাহিত্য
৬. জনাব রশীদ করীম	সাহিত্য
৭. মরহুম সিকান্দার আবু জাফর	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৮. মরহুম ওস্তাদ মীর কাশেম খান	সংগীত (মরণোত্তর)
৯. জনাব সাবিনা ইয়াসমিন	সংগীত
১০. জনাব এ. টি. এম. আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী	চারুশিল্প

১৯৮৩ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব শওকত ওসমান	সাহিত্য
২. জনাব সানাউল হক	সাহিত্য
৩. জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী	সাহিত্য
৪. জনাব এম. এ. কুদ্দুস	শিক্ষা
৫. মরহুম শহীদুল্লা কায়সার	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৬. মরহুম সৈয়দ নূরুদ্দীন	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৭. জনাব আবু জাফর শামসুদ্দীন	সাংবাদিকতা
৮. জনাব মোহাম্মদ কিবরিয়া	চিত্রশিল্প
৯. জনাব বারীণ মজুমদার	সংগীত

১৯৮২ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান	সাহিত্য
২. মরহুম কবি আবুল হাসান	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৩. কবি তালিম হোসেন	সাহিত্য
৪. জনাব আবদুল হাকিম (খান বাহাদুর)	শিক্ষা
৫. ওস্তাদ ফুল মোহাম্মদ	সংগীত
৬. জনাব এস. এম. সুলতান	চারুশিল্প
৭. জনাব জি. এ. মান্নান	নৃত্য
৮. জনাব সানাউল্লাহ নূরী	সাংবাদিকতা

১৯৮১ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব আবু রুশদ মতিন উদ্দিন	সাহিত্য
২. জনাব আমিনুল ইসলাম	চারুশিল্প
৩. জনাব আবদুল হালিম চৌধুরী	সংগীত
৪. জনাব মমতাজ আলী খান	সংগীত
৫. মরহুম গওহর জামিল	নৃত্য (মরণোত্তর)
৬. জনাব মোহাম্মদ জাকারিয়া	নাট্যশিল্প
৭. মরহুম জহুর হোসেন চৌধুরী	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৮. জনাব ওবায়েদ-উল হক	সাংবাদিকতা
৯. ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম	শিক্ষা

১৯৮০ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব আবুল হোসেন	সাহিত্য
২. জনাব বেদার উদ্দিন আহমদ	সংগীত
৩. জনাব মোহাম্মদ আবদুল জব্বার	সংগীত
৪. জনাব হামিদুর রাহমান	শিল্প
৫. জনাব মুর্তজা বশীর	শিল্প
৬. জনাব রণেন কুশারী	নাট্যশিল্প
৭. জনাব মুজীবুর রহমান খাঁ	সাংবাদিকতা
৮. জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান	শিক্ষা

১৯৭৯ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. মরহুম কবি আজিজুর রহমান	সাহিত্য (মরণোত্তর)
২. কবি বে-নজীর আহমদ	সাহিত্য
৩. জনাব আবদুল লতিফ	সংগীত
৪. শেখ লুৎফর রহমান	সংগীত
৫. জনাব আবদুল ওয়াহাব	সাংবাদিকতা
৬. জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বের	সাংবাদিকতা
৭. ড. মুহম্মদ এনামুল হক	শিক্ষা

১৯৭৮ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন	সাহিত্য
২. কবি আহসান হাবীব	সাহিত্য
৩. সুফী জুলফিকার হায়দার	সাহিত্য
৪. জনাব মাহবুব-উল-আলম	সাহিত্য
৫. জনাব নূরুল মোমেন	সাহিত্য
৬. মরহুমা বেগম আভা আলম	সংগীত (মরণোত্তর)
৭. জনাব সফিউদ্দিন আহম্মদ	শিল্প
৮. শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৯. ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন	শিল্প

১৯৭৭ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন	সাহিত্য
২. ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খান	সংগীত
৩. অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ	শিক্ষা
৪. মরহুম কবি ফররুখ আহমদ	সাহিত্য (মরণোত্তর)
৫. কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা	সাহিত্য
৬. খন্দকার আবদুল হামিদ	সাংবাদিকতা
৭. ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী	শিক্ষা
৮. কবি শামসুর রাহমান	সাহিত্য
৯. মরহুম জহির রায়হান	নাট্যশিল্প (মরণোত্তর)
১০. জনাব রশিদ চৌধুরী	চারুশিল্প
১১. মরহুম আবদুল আলীম	সংগীত (মরণোত্তর)
১২. মরহুম আলতাফ মাহমুদ	সংগীত (মরণোত্তর)
১৩. বেগম ফেরদৌসী রহমান	সংগীত

১৯৭৬ সাল

নাম	ক্ষেত্র
১. কবি কাজী নজরুল ইসলাম	সাহিত্য
২. ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা	শিক্ষা
৩. কবি জসীমউদ্‌দীন	সাহিত্য
৪. বেগম সুফিয়া কামাল	সাহিত্য
৫. কবি আবদুল কাদির	সাহিত্য
৬. প্রফেসর মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন	শিক্ষা
৭. মরহুম তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)	সাংবাদিকতা (মরণোত্তর)
৮. জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন	সাংবাদিকতা
৯. জনাব আবদুস সালাম	সাংবাদিকতা

২০১৮-২০২৩ সাল পর্যন্ত একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানের কিছু আলোকচিত্র

একুশে পদক ২০২৩ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর

একুশে পদক ২০২৩ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজন

একুশে পদক ২০২২ প্রদান অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

একুশে পদক ২০২২ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজন

একুশে পদক ২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

একুশে পদক ২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজন

একুশে পদক ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজন

একুশে পদক ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজন

একুশে পদক ২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজন

একুশে পদক ২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি ও সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসির সাথে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজন

একুশে পদক ২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃতীজন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার